হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা

ইউনিট ১২

ভূমিকা

সব মানুষই সুখ, শান্তি ও আনন্দে থাকতে ভালোবাসে। দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি, অভাব কারো কাম্য নয়। তথাপি না চাইলেও মানুষকে নানা দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। জীবন অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ তার জীবন গভীরভাবে বুঝতে পারে এবং জীবন অর্থপূর্ণ হয়। তাই নানারকম দুঃখ-যন্ত্রণা, যেমন- শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, জাগতিক এগুলো সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা থাকা প্রয়োজন। পবিত্র বাইবেলের মাধ্যমে আমরা দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। যীশুর জীবনের যন্ত্রণাভোগ ধ্যান করে মানুষ নিজ জীবনের দুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করে। তাই দুঃখ-যন্ত্রণা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা থাকলে তা যতই বেদনাদায়ক বা কঠিন হোক না কেন, মানুষ তা গ্রহণ করে সুখী জীবনযাপন করতে পারে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ : কষ্ট ও তার প্রকারভেদ
পাঠ-১২.২ : কষ্টের কারণসমূহ
পাঠ-১২.৩ : দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিবাচক দিক
পাঠ-১২.৪ : কষ্টভোগ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা
পাঠ-১২.৫ : দুঃখ-যন্ত্রণার উপর যীশুর বিজয়লাভ

পাঠ-১২.১ কষ্ট ও তার প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের কষ্ট সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- দুঃখ-কষ্ট জীবনের অংশ এবং বিশ্বাসের পরীক্ষা, সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**দুঃখ-কষ্ট, ঈশ্বর, বিশ্বাস ও খ্রিষ্টের প্রকৃত শিষ্য**

যোব ১:১৩-১৫, ২:৭-১০

যোব ছিলেন একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত মানুষ। তাঁর ছিল সচ্ছল, সুন্দর ও সুখি জীবন। সামাজিকভাবে তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত লোক। হঠাৎ তাঁর জীবনে নেমে এলো চরম দুঃখ-দুর্দশা।

সেদিন যোবের ছেলেমেয়েরা তাদের বড় ভাইয়ের বাড়িতে যখন সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করছিল তখন একজন দূত হঠাৎ এসে যোবকে জানাল: "আপনার বলদগুলো জমিতে লাঙল টানছিল আর গাধীগুলো চড়ে বেড়াচ্ছিল আশেপাশে, সেই সময় একদল সাবীয় দস্যু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের লুট করে নিয়ে গেল। আপনার লোকজনদের তারা তলোয়ারের আঘাতে মেরেও ফেলল। এই খবরটা আপনাকে জানাবার মতো কেউই আর রক্ষা পায়নি শুধু আমি ছাড়া।" তখন যোব উঠে দাঁড়িয়ে মনের দুঃখে নিজের পোষাকটা একবার ছিঁড়ে দিলেন। ... শয়তান যোবের পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সারা শরীরে বিষাক্ত ফোড়ায় ভরিয়ে দিল। যোব তখন ফোড়াগুলো গেলে দেবার জন্যে একটা খোলাকুচি নিয়ে ছাইয়ের গাদায় গিয়ে বসলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন; "এরপরেও তুমি কি তোমার সততা রক্ষা করেই চলবে? তুমি বরং ঈশ্বর-নিন্দা করেই মর।" কিন্তু যোব উত্তরে বললেন; "নির্বোধ মেয়েরা যেমন কথা বলে, তুমি তো সেইরকম কথাই বলছ। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যেমন সুখ গ্রহণ করে থাকি, তেমনি দুঃখ-ও কি গ্রহণ করব না?" এত-কিছু ঘটা সত্ত্বেও যোবের মুখ দিয়ে এমন কোন কথা বেরুল না, যাতে পাপ হয়।"

মানুষের জীবনের বিভিন্নরকম কষ্টের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. **শারীরিক কষ্ট :** নানারকম শারীরিক জটিলতা, রোগ-ব্যাধি, বার্ধক্য, অসুস্থতা, অতিরিক্ত কাজের চাপ ও কঠোর পরিশ্রম, শারীরিক অত্যাচার, নির্যাতন, অঙ্গহানি বা প্রতিবন্ধী অবস্থা ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। মানুষ হিসেবে শারীরিক কষ্ট থেকে আমাদের কারো রেহাই নেই।

২. **মানসিক কষ্ট :** মনের দিক থেকেও আমরা নানাভাবে কষ্ট পেয়ে থাকি, যেমন- হতাশা-নিরাশা, দুশ্চিন্তা, শোক, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছেদ বেদনা, সম্পর্ক নষ্ট, কলহ-অশান্তি, নিন্দা-অপবাদ, সমালোচনা, ভুল বোঝাবুঝি এবং নানারকম মানসিক চাপের কারণে আমরা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে থাকি। কোন কাজে ব্যর্থ হলে, যেমন পরীক্ষায় ফেল করলে বা বেকার থাকলে আমরা কষ্ট পেয়ে থাকি।

৩. **আর্থিক কষ্ট :** সুখি, সুন্দর ও সচ্ছল জীবন ধারণের জন্য অর্থ প্রয়োজন। আর্থিক অনটন ও দারিদ্র্যের কারণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-চিকিৎসা এইসব মৌলিক চাহিদা অপূরিত থাকলেও মানুষের খুব কষ্ট হয়।

৪. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় যেমন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়-তুফান, মহামারী এবং ভূমিকম্প এগুলোর কারণেও মানুষ অনেক কষ্ট পেয়ে থাকে। মানুষের জান-মাল, সহায়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর নষ্ট হয়ে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে।

৫. **দুর্ঘটনাজনিত কষ্ট :** বিভিন্নরকম দুর্ঘটনা বা আঘাতের কারণে মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়। হঠাৎ করে দুর্ঘটনার কারণে কারো মৃত্যু, শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়া মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

৬. **সামাজিক কষ্ট :** সমাজ, দেশ ও বিশ্বে যখন অশান্তি, যুদ্ধ, নিরাপত্তাহীনতা, দলাদলি, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বিরাজ করে, সমাজে মানুষ যখন তার নিরাপত্তা ও মর্যাদা হারায়, তখনও মানুষের অনেক কষ্ট হয়।

অনুধ্যান ঃ দুঃখ-কষ্ট হলো একটি নিরানন্দময়, অস্বস্তিকর ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা। আমরা ইচ্ছা করে কেউ দুঃখ কষ্ট পেতে চাই না। কিন্তু তা এড়িয়ে যেতে পারি না। সচেতনভাবে আমাদের আশেপাশের মানুষের দিকে তাকালে এবং একটু গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে অনেক কিছু দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, মানুষ রাস্তায় পড়ে আছে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, নানারকম অভাব, রোগ শোকে কাতর কিংবা বিভিন্ন কারণে মানসিক অশান্তিতে ভুগছে। কখনও কখনও নানা রকম অত্যাচার, অবিচার বা নির্যাতনের শিকার হয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হচ্ছে। একেক জনের কষ্ট একেক রকম। উপরে বর্ণিত যোবের গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি তিনি নানাভাবে কষ্ট পেয়েছেন। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেন, তাঁর সহায়-সম্পত্তি নষ্ট হলো, স্ত্রী ভুল বুঝতে শুরু করলো, মানসিকভাবে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন! খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনের একটি বিশেষ দিক হলো দুঃখ-কষ্ট। কোন মানুষ দুঃখ-কষ্টকে এড়িয়ে জীবন পথে এগিয়ে যেতে পারে না। কোন না কোন রকম দুঃখ-কষ্ট আমাদের পেতেই হয়। আমরা যত বড় হতে থাকি, তত বাস্তবতার মুখোমুখি হই এবং আমাদের দুঃখ-কষ্টও অনেক কারণে বাড়তে থাকে। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে, যীশুর জীবনের কষ্টের কথা মনে রেখে আমরা দুঃখ কষ্টকে গ্রহণ করতে শিখি। দুঃখ কষ্ট ছাড়া আমরা খ্রিষ্টের প্রকৃত শিষ্য হতে পারি না।

মনে রাখি ঃ দুঃখ-যন্ত্রণার মাধ্যমে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। তাই দুঃখ-কষ্ট নাহি করি ভয়, বিশ্বাসের বলে করবো তা জয়।
শব্দটীকা ঃ খোলাকুচি - মাটির হাঁড়িকলসী প্রভৃতির ভাঙাটুকরা; যন্ত্রণাক্লিষ্ট - দুঃখ-বেদনায় কাতর

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার আশেপাশে বা পরিচিত একজন মানুষ খুঁজে বের করুন এবং তার কষ্টের কথা শুনুন। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে তাকে পরামর্শ দিন।**

সারসংক্ষেপ

ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস থাকলে আমরা সমস্ত দুঃখ জয় করে খ্রিষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠবো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যোবের প্রধান দুঃখ-কষ্ট ছিল-
   ক) শারীরিক ও মানসিক
   খ) শারীরিক ও আধ্যাত্মিক
   গ) সামাজিক ও মানসিক
   ঘ) আধ্যাত্মিক ও মানসিক।

২. নিচের কোন্‌টি সামাজিক কষ্ট-
   ক) সড়ক দুর্ঘটনা
   খ) যুদ্ধ ও নিরাপত্তাহীনতা
   গ) আর্থিক অনটন
   ঘ) শারীরিক অসুস্থতা।

৩. দুঃখ-কষ্ট হলো একটি অবস্থা যা-
   ক) বেদনাময় ও অস্বস্তিকর
   খ) অসহ্য অনাকাঙ্ক্ষিত
   গ) নিরানন্দময় ও অস্বস্তিকর
   ঘ) হতাশাজনক ও বেদনাময়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রকি নবম শ্রেণিতে পড়ে। তার ছোট বোন রমার বয়স ৩ বছর। তাদের বাবা ভালো চাকুরী করেন। মা গৃহিনী। সুখের সংসার। হঠাৎ একদিন বাসায় খবর এলো রকির বাবা অফিস থেকে ফেরার পথে বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই তাদের পরিবারে নেমে এলো গভীর বিষাদ ও চরম অভাব। রকির মা দুইটি ছোট নাবালক সন্তান নিয়ে অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। চরম দুঃখে ঈশ্বরই তার শেষ ভরসা।

ক) দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কোন্ ধরনের কষ্ট?
খ) "যোব নানাভাবে কষ্ট পেয়েছেন" - ব্যাখ্যা করুন।
গ) জীবনের এরকম কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়লে আপনি কী করবেন?
ঘ) যোব ও উদ্দীপকে বর্ণিত রকি কত ধরনের দুঃখ-কষ্ট অভিজ্ঞতা করেছে, দুজনের কষ্ট উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১২.১:** ১. ক ২. খ ৩. গ

পাঠ-১২.২ কষ্টের কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুঃখ-কষ্টের বিভিন্নরকম কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কিছু কিছু দুঃখের প্রকৃত কারণ আমাদের একেবারেই অজানা, সেকথাও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পাপস্বভাব, খ্রিষ্টবিশ্বাস ও পিতার ইচ্ছা**

গালাতীয় ৬:৭-৮ক; ২ তিমথি ৩:১০-১২; হিব্রু ১২:৬-৭ক

বিভিন্ন কারণে আমরা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে থাকি। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের কথা আমরা হয়তো অনেকেই জানি। তিনি ছিলেন একজন রাজা। প্রায় ২৯ বছর রাজত্ব করার পর তার মনে প্রশ্ন জেগেছিলো কেন মানুষের জীবনে এতো দুঃখ-কষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তিনি রাজ্য-সংসার, আত্মীয়-প্রিয়জন ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন। দীর্ঘ ১৭ বছর সাধনার পর তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেলেন। চাহিদাই সকল দুঃখের কারণ। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ যত বেশি চায় এবং যখন সে তা পায় না তখনই তার দুঃখ বাড়তে থাকে। তবে কিছু কিছু দুঃখ-কষ্ট আছে যার কোন সঠিক কারণ আমরা কেউ জানি না। আমরা বলতে পারি তা রহস্যে ভরা এবং এর উত্তর শুধুমাত্র ঈশ্বর জানেন। তাঁর মহিমা ও গৌরব প্রকাশের জন্য এসব দুঃখ-কষ্ট আমরা ভোগ করে থাকি। যেমন যীশু দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন মানুষের পাপ ও পরিত্রাণের জন্য। নিচে দুঃখ-যন্ত্রণার কয়েকটি বিশেষ কারণ উল্লেখ করা হলো।

১। মানুষ নিজেই তার নিজের দুঃখের কারণ : গালাতীয় ৬:৭-৮ক

"তোমরা কিন্তু ভুল করে এমন কথা ভেবো না যে, ঈশ্বরের সঙ্গে কোন-রকম চালাকি করা চলে। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। যে-লোক বীজ বুনবে নিজের নিম্নতর স্বভাবের জমিতে, সে কিন্তু নিজের নিম্নতর স্বভাবের সেই জমি থেকে পাবে বিনাশেরই ফসল।"

২। বিশ্বাসের কারণে মানুষ কষ্ট ভোগ করে থাকে : ২ তিমথি ৩:১০-১২

সাধু পৌল তিমথির কাছে তাঁর দ্বিতীয় পত্রে বলেন, "তুমি কিন্তু এতদিন ধরে আমার নিজের ধর্মশিক্ষা, আমার আচার-আচরণ, আমার জীবনব্রত, আমার খ্রিষ্টবিশ্বাস, আমার সহিষ্ণুতা, আমার ভালোবাসা, আমার নিষ্ঠতা, সবকিছুই দেখে আসছ; এবং আন্তিয়োক, ইকনিয়ম ও লিস্ত্রার মতো জায়গায় আমি যে কেমন নির্যাতন ও দুঃখ-যন্ত্রণার মুখে পড়েছিলাম, সে সব জায়গায় কত নির্যাতনই না আমার সহ্য করতে হয়েছিল, তাও তো তোমার জানাই আছে! সেদিন প্রভু কিন্তু আমাকে ওই সব-কিছুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আসলে যারা খ্রিষ্ট-যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ধার্মিক জীবন যাপন করতে চাইবে, তারা সকলে নির্যাতিত হবেই।"

৩। মানুষের পাপ ও স্বার্থপরতার কারণে : পাপের কারণে মানুষের মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ তার নিজের পাপস্বভাব ও স্বার্থপর মনোভাবের জন্যও কষ্ট পায় এবং অন্যকেও কষ্ট দিয়ে থাকে। পাপ কখনও মানুষের জীবনে প্রকৃত শান্তি আনতে পারে না।

৪। **প্রাকৃতিক কারণে :** প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ের কারণে মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট দেখা দিতে পারে।

৫। ঈশ্বর মানুষকে শাসন ও পরীক্ষা করেন : হিব্রু ১২:৬-৭ক

প্রভু তো তাকেই শাসন করেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন; যাকেই তিনি পুত্র বলে আপন করে নেন, তাকেই তো শাস্তি দেন তিনি! তোমরা এখন যা কিছু কষ্ট পাচ্ছ, আসলে তোমাদের শাসন করার জন্যেই তা দেওয়া হচ্ছে; তোমাদের পুত্র বলে মনে করেই পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি এমন ব্যবহার করেন।

৬। আমরা একটি পাপপূর্ণ পৃথিবীতে বাস করি এবং পাপের ফল দুঃখ-কষ্ট : আমরা দুর্বল ও পাপী মানুষ। আমরা বাস করি একটি পাপপূর্ণ পৃথিবীতে। আমাদের স্বার্থপরতা, হিংসা, অহংকার ও লোভের কারণেও আমরা কষ্ট পেতে পারি।

৭। রোগ-শোক, বার্ধক্য : বিভিন্ন রকম শারীরিক অসুস্থতা এবং বৃদ্ধবয়সে নানা রোগের কারণে মানুষ দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে।

অনুধ্যান ঃ নানাবিধ কারণে মানুষ দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে। উপরের বর্ণনায় আমরা তা দেখতে পাই। কিছু কিছু দুঃখ-কষ্টের কারণ আমরা নিজেরা নির্ণয় করতে পারি, তবে সব দুঃখের কারণ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে দুঃখ-কষ্টের একটি প্রধান কারণ হলো, দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাসের জীবনে গভীরতা লাভ করি এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হয়। যীশু নিজেই দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

মনে রাখি ঃ দুঃখ-কষ্টকে গ্রহণ ও বহন করে আমরা পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করি।

শব্দটীকা ঃ স্বার্থপরতা - পরের ভালো না ভেবে নিজের ভালোটা ভাবা, বার্ধক্য - বৃদ্ধাবস্থা, জ্বরা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জীবনের দুঃখ-কষ্টকে আপনি কীভাবে দেখেন তা একটি দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হয় এবং আমরা পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মানুষের কষ্টের কারণ-
   ক) হতাশা ও নিরাশা খ) পাপের শাস্তি
   গ) অলসতা ও স্বার্থপরতা ঘ) পাপ ও স্বার্থপরতা।

২. যীশু দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন-
   ক) তাঁর নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে খ) পিতার গৌরবের জন্য
   গ) মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে ঘ) পিলাতের বিচার মেনে নিতে।

৩. যারা খ্রিষ্টযীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ধার্মিক জীবনযাপন করতে চাইবে, তারা সকলেই-
   ক) প্রশংসিত হবে খ) সমাদৃত হবে
   গ) নিন্দিত হবে ঘ) নির্যাতিত হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রমেশ গ্রামের একজন দরিদ্র কৃষক। তার খানিকটা জমি ছিল। তা চাষাবাদ করেই তার সংসার চলতো। গ্রামের একজন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী লোক হলেন- সাইমন। রমেশের জমিটুকু তিনি নিজের জন্য নিতে চাইলেন। ছলে বলে কৌশলে শেষ পর্যন্ত তিনি তা জোর দখল করে রমেশকে পথে বসালেন। রমেশের জীবনে এখন চরম কষ্ট। তিনি পথে পথে ভিক্ষা করে নিজের পরিবারের খাবার জোগাড় করেন। কিছুদিন পর সাইমন ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে সর্বস্ব বিক্রি করে তার চিকিৎসার টাকা যোগাড় করতে হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সাইমন এখন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে জীবনের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন এবং মৃত্যুর জন্য দিন গুনেন।

ক) মানুষের জীবনে যে কোন একটি কষ্টের কারণ লিখুন।

খ) "প্রভু তো তাকেই শাসন করেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন" - উক্তিটি বুঝিয়ে লিখুন।

গ) রমেশ কী কারণে কষ্ট পেয়েছেন বলে আপনি মনে করেন, লিখুন।

ঘ) রমেশ ও সাইমনের কষ্টের কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১২.২:** ১. ঘ ২. গ ৩. ঘ

পাঠ-১২.৩ দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিবাচক দিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিবাচক দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- জীবনে দুঃখ-কষ্টকে সহজভাবে মেনে নেবার মনোভাব অর্জন করবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**কষ্ট, আনন্দ, দুঃখ, সুখ, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য**

বিষয়বস্তু

কোন মানুষের জীবন দুঃখ-যন্ত্রণা ছাড়া নয়। মানুষের জীবনের কষ্টের একটি ইতিবাচক বা মহিমার দিকও রয়েছে। সোনা যেমন আগুনে পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয় তেমনি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন পরীক্ষিত হয় এবং আমরা পরিশুদ্ধ হয়ে উঠি। একবার যীশুর শিষ্যেরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, অন্ধ লোকটি কার পাপের ফলে অন্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছে? তখন যীশু তাদের উত্তর দিয়েছিলেন যে, সে কারো পাপের শরণে অন্ধ হয়ে জন্ম নেয়নি বরং ঈশ্বরের মহিমা যেন প্রকাশিত হয়, তার জন্য লোকটি অন্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছে।

শুধু তাই নয়, আমাদের জীবনের যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা বা কষ্টের পর দেখি সেখানে একটি আনন্দের দিক রয়েছে। যেমন মায়ের তীব্র প্রসব বেদনার পরেই নতুন শিশুর জন্ম হয়। নতুন শিশুকে দেখে মা কষ্টের কথা ভুলে যান। কষ্ট ছাড়া কোন আনন্দ লাভ করা যায় না। কোন কৃষক যখন জমিতে ফসল ফলান, তখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে জমি চাষ করেন, তারপর তার জমিতে ফলে সোনার ফসল। কোন শিক্ষার্থী, যখন রাত জেগে, টিভি না দেখে, বন্ধুদের সাথে ঘুরে না বেড়িয়ে পরীক্ষার পড়া পড়ে এবং ভালো ফলাফল করে, তখন সে অনেক আনন্দিত হয়। অর্থাৎ কষ্টের ইতিবাচক দিক রয়েছে। তাই দুঃখ-যন্ত্রণা বা কষ্ট দেখে আমরা যেন হতাশ না হয়ে পড়ি। যীশুর যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা লাভ করেছি মুক্তি। প্রচলিত প্রবাদে আমরা শুনে থাকি- "কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে।" অর্থাৎ যে কোন মহৎ অর্জনের জন্য, দুঃখ-যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করতে হয়।

চীন দেশে একজন কৃষক ছিলেন। তার একটি ছেলে এবং একটি ঘোড়া ছিল। হঠাৎ একদিন তার ঘোড়াটি হারিয়ে গেল। পাড়া প্রতিবেশীরা এলো এবং বললো, 'আহা তোমার কী দুর্ভাগ্য! ঘোড়াটি কোথায় হারিয়ে গেল!' কৃষক উত্তর দিলেন, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কে জানে, ঈশ্বর জানেন। কয়েকদিন পর ঘোড়াটি বাড়ি ফিরে এলো এবং সাথে নিয়ে এলো কয়েকটি বন্য ঘোড়া। পাড়া প্রতিবেশীরা এলো এবং বললো ,'আহা তোমার কী সৌভাগ্য! ঘোড়াটি আরও বেশ কয়েকটি ঘোড়া সাথে নিয়ে এলো!' কৃষক উত্তর দিলেন, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কে জানে, ঈশ্বর জানেন। কৃষকের একমাত্র ছেলেটি সেই বন্য ঘোড়াগুলিকে পোষ মানাতে মাঠে নিয়ে গেল এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তার পা ভেঙ্গে গেল। সেই পাড়া-প্রতিবেশীরা আবার এলো এবং বললো ,'আহা তোমার কী দুর্ভাগ্য! কোথা থেকে এই বন্য ঘোড়াগুলি এলো, তোমার একমাত্র ছেলেটিকে খোঁড়া করে ছাড়ল!' কৃষক উত্তর দিলেন, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য! কে জানে, ঈশ্বর জানেন। কয়েক দিন পর দেশে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। সৈন্যরা গ্রামে এসে যুবক ছেলেদের ধরে নিয়ে যেতে লাগল। পুরো গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল। সৈন্যরা সেই কৃষকের বাড়িতে এলো এবং কৃষকের ছেলেকে পঙ্গু বলে তাকে আর যুদ্ধের জন্য না নিয়ে চলে গেলো। আবারও সেই পাড়াপ্রতিবেশীরা এলো এবং সেই কৃষককে বলতে লাগলো, 'আহা তোমার কী সৌভাগ্য! খোঁড়া হোক আর পঙ্গু হোক, তোমার ছেলে তো তোমার কাছে রয়ে গেল!' কৃষক উত্তর দিলেন, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য! কে জানে, ঈশ্বর জানেন।

অনুধ্যান ঃ দুঃখ-কষ্টকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখলে তা ইতিবাচক হয়ে যায়। পর্বতের উপরে প্রভু যীশু তাঁর শিক্ষা ও উপদেশে বলেছেন- দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা - তারাই পাবে সান্ত্বনা। দুঃখ-কষ্টের পরেই আসে সুখ ও আনন্দ। চীন

দেশের এই কৃষকটি তার জীবনের সব অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি ভরসা রেখেছেন। দুঃখের সময় তিনি ঈশ্বরকে দোষারোপ করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দুঃখের পরে সুখ আসে।

মনে রাখি ঃ দুঃখ বিনা জগতে সুখ লাভ হয় না।

শব্দটীকা ঃ সৌভাগ্য - ভালো বরাত, কল্যাণকর অদৃষ্ট; দুর্ভাগ্য - পোড়া কপাল, মন্দ ভাগ্য; অর্জন - চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্তি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার জীবনে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আনন্দ, সুখ ও সাফল্য লাভের একটি ঘটনা দলে সহভাগিতা করুন।**

সারসংক্ষেপ

দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই আমরা সুখ লাভ করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দুঃখ-কষ্টকে ইতিবাচক করে দেখা সম্ভব-
   ক) আত্মশক্তি দৃঢ় হলে খ) বিশ্বাসের জীবন সবল হলে
   গ) গায়ের জোর বেশি থাকলে ঘ) মানুষের সমর্থন পেলে।

২. প্রভু যীশু বলেছেন যারা দুঃখ শোকে কাতর, তারা লাভ করবে-
   ক) আরাম খ) শান্তি
   গ) সুস্থতা ঘ) সান্ত্বনা।

৩. মহৎ অর্জনের জন্য, ভোগ করতে হয়-
   ক) দুঃখ-যন্ত্রণা খ) নরক যন্ত্রণা
   গ) শাস্তি ঘ) কারাবাস।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রীতি-পার্থর সুন্দর সংসার। প্রাচুর্য না থাকলেও অনটন নেই। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় ভালো, নম্র-ভদ্র, বাধ্য এবং ঈশ্বরভক্ত। হঠাৎ করেই আসে তাদের জীবনে চরম বিশ্বাসের পরীক্ষা। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বড় ছেলেটি হলো নেশাগ্রস্ত, ছোট মেয়েটি ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারাতে শুরু করে এবং পার্থ স্ট্রোক করে পঙ্গু হয়ে পড়ে। সংসারে অশান্তি ও অভাব বেড়ে গেল। প্রীতি প্রায় দিশেহারা হলেও বিশ্বাসে অটল। তিনি শক্তি চান - সমাধান চান প্রভুর কাছে। তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন এই কষ্টের গভীর অর্থ। এই কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের মহাআশীর্বাদ লাভ করতে চান। ক্রুশের দিকে তাকিয়ে থেকে যীশুর কষ্ট ও তার কষ্ট এক করে দিলেন।

ক) প্রভু যীশুর কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে আপনি কী লাভ করেছেন?
খ) "দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কে জানে, ঈশ্বর জানেন।" - বাক্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
গ) দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে প্রীতির মনোভাব কেমন?
ঘ) প্রীতির কাছ থেকে আপনি কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন - বিশ্লেষণ করুন।
ঙ) ''দু:খ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে'' - ভাবটি সম্প্রসারণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩: ১. খ ২. গ ৩. ক

পাঠ-১২.৪ কষ্টভোগ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কষ্টভোগ সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কষ্টভোগ সম্পর্কে নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**দুঃখ-কষ্ট, ভগবানের ইচ্ছা ও ইতিবাচক**

ইসাইয়া ৫৩:১০-১২; রোমীয় ৮:৩

পবিত্র বাইবেল হলো আমাদের জীবন বিধান। কষ্টভোগ সম্পর্কেও বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়ম থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করে থাকি।

পুরাতন নিয়ম: পুরাতন নিয়মে দুঃখ-কষ্টকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষভাবে যোবের পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে, দুঃখ-কষ্টকে পাপের ফল, শাস্তি, অভিশাপ এবং দুর্ভাগ্য বলে মনে করা হতো। কিন্তু প্রবক্তা ইসায়ার গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে।

ইসাইয়া- ৫৩:১০-১২: প্রবক্তা ইসাইয়া তাঁর গ্রন্থে বলেছেন- "ভগবান নিজেই তো চেয়েছিলেন, তাঁর সেবক দলিত হবেন, দুঃখই পাবেন; আত্মবলিদান করে তিনি যদি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, তবে নিজের বংশধরদের দেখতে পাবেন তিনি, দীর্ঘজীবীও হবেন তিনি; আর তাঁরই মধ্য দিয়ে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ভগবান বলছেন- "আমার সেবক এই মর্মদহনের ফলে আলো দেখতে পাবে, মহাতৃপ্তি পাবে। যন্ত্রণার সঙ্গে এমনভাবে পরিচিত হয়ে আমার ধর্মিষ্ঠ সেবক অনেককেই ধর্মিষ্ঠ করে তুলবে; সে নিজেই বইবে তাদের অপরাধের বোঝা! তাই আমিই সেদিন তার আপন করে বহু মানুষকেই তুলে দেব তার হাতে; ক্ষমতাশালীরাও সেদিন হবে তার আপন বিজয় সম্পদ। সে তো নিজেকে উজাড় করে দিয়ে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছে; সে তো অধার্মিকদের একজন বলে গণ্যও হয়েছে। কারণ বহু মানুষের পাপের ভার তিনি বহন করেছেন, আবার অধার্মিকদের হয়ে তিনি নিত্য প্রার্থনাও জানিয়েছেন।"

নতুন নিয়ম : দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে নতুন নিয়মের ধারণা খুবই ইতিবাচক। যীশু ঈশ্বর হয়েও মানুষের মুক্তির জন্য অসহ্য যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করলেন। পুরাতন নিয়মের ধারণা একেবারেই বদলে গেল নতুন নিয়মে। প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়ম পূর্ণতা পেলো নতুন নিয়মে। যিনি নিজের পুত্রকে দুঃখ-যন্ত্রণাভোগ থেকে রেহাই দেন নি, এমন কি আমাদের সকলের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতেই তুলে দিয়েছেন (রোমীয় ৮:৩-৪)।

অনুধ্যান ঃ পবিত্র বাইবেলে দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো- যীশু নিজে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, পাপ ছাড়া মানুষের মতোই অন্য বিষয় যেমন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি, সমস্যা, বিরোধিতা, ব্যর্থতা, হতাশা-নিরাশা - এমনকি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করেছেন। তবে তিনি নিজের দুঃখকে বড় করে দেখেন নি- অন্যের দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হয়েছেন। দয়া ও করুণায় পূর্ণ হয়ে মানুষের দুঃখ দূর করেছেন। যীশু নিজেই দুঃখ-কষ্টকে আশিসধন্য করেছেন। তিনি বলেছেন- "দুঃখ-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা- তারাই পাবে সান্ত্বনা" (মথি- ৫:৪)। প্রভু নিজেই দুঃখীর চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।

মনে রাখি ঃ ভগবান নিজেই তো চেয়েছিলেন, তাঁর সেবক দলিত হবেন, দুঃখই পাবেন!

শব্দটীকা ঃ ধর্মিষ্ঠ - ধর্মে অত্যন্ত অনুগত; সমব্যথী - পরদুঃখে কাতর, সমবেদনা বোধকারী

	যীশুর দুঃখ-কষ্ট থেকে আপনি কী শিক্ষালাভ করেন তা দলে সহভাগিতা করুন।

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপ

দুঃখ-কষ্ট ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে আমরা ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দুঃখ-কষ্টকে মনে করা হতো-

ক) পাপের ফল খ) অভিশাপ

গ) কলঙ্ক ঘ) শাস্তি।

উপরের কোনটি ঠিক-

i) ক ii) ক ও খ iii) ক ও গ

২. প্রভু যীশু কেন কষ্টভোগ করেছিলেন-

ক) শত্রুরা তাকে বাধ্য করেছিল খ) মানুষের মুক্তির জন্য

গ) নিজের পাপের জন্য ঘ) পিতার আদেশ পালন করতে।

৩. "ভগবান নিজেই তো চেয়েছিলেন, তাঁর সেবক দলিত হবেন, দুঃখই পাবেন; আত্মবলিদান করে তিনি যদি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন..."- কোন প্রবক্তার গ্রন্থে এই কথা উল্লেখ আছে?

ক) ইসাইয়া খ) যিরমিয়

গ) যোনা ঘ) হোসেয়া।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ট্রিজার বয়স সাত বছর। একদিন ধর্ম ক্লাসে তার শিক্ষক যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর কথা বললেন। যীশুর দুঃখের কথা শুনে তার খুব মন খারাপ হলো। বাড়ি এসে সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মা, যীশু কি এই কষ্ট না করে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে পারতেন না?' তার মা তখন সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন যে, কী করে কষ্টের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ করা যায়। আমাদের জীবনেও নানারকম কষ্ট রয়েছে এবং যীশু নিজে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে নিয়ে, আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আমরাও যেন দুঃখ-কষ্ট বহন ও গ্রহণ করতে পারি।

ক) মর্মদহনের ফলে ভগবানের সেবক কী দেখতে পাবে?

খ) "প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়ম পূর্ণতা পেলো নতুন নিয়মে।" - লাইনটি ব্যাখ্যা করুন।

গ) আপনার জীবনে দুঃখ-কষ্ট এলে আপনি তা কীভাবে নেবেন?

ঘ) ট্রিজার মা দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে বাইবেলের যে শিক্ষার কথা বলেছেন - তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪: ১. ii ২. খ ৩. ক

পাঠ-১২.৫ দুঃখ-যন্ত্রণার উপর যীশুর বিজয়লাভ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যীশু কীভাবে দুঃখ-কষ্টকে জয় করেছেন তা জানতে পারবেন।
- দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা নতুন আশা ও অনন্ত জীবন লাভ করি তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**যীশুর যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশীয় মুত্যু, পুনরুত্থান ও নবজীবন**

মার্ক ১৪:৩২-৩৬; হিব্রু ২:৯খ-১০

পবিত্র মঙ্গল সমাচারে যীশুর চরম দুঃখভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু যন্ত্রণার বিষয় দেখতে পাই।

মার্ক ১৪:৩২-৩৬: "তাঁরা গেথ্‌সিমানী নামে একটি জায়গায় এসে পৌঁছলেন। যীশু শিষ্যদের বললেন; "তোমরা এখানে বোসো, আমি ততক্ষণ প্রার্থনা করে আসি।" সঙ্গে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে গেলেন। এই সময় তিনি আশঙ্কায় উদ্বেগে কেমন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদের বললেন: "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি! তোমরা এখানে বরং অপেক্ষা কর আর জেগেই থাক! তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন আর প্রার্থনা করতে লাগলেন, এই সময়টি যেন, সম্ভব হলে, তাঁকে না ছুঁয়েই চলে যায়। তিনি বলে উঠলেন; "আব্বা! পিতা, তোমার পক্ষে তো সবই সম্ভব। এখন এই পানপাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! তবুও আমি যা চাই, তা নয় – তুমি যা চাও, তাই হোক!"

- ইহুদী মহাসভায় আসামী যীশুর বিচার হলো। তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হলো। তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তাঁকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। শাসকভবনে থামের মধ্যে বেঁধে অতি নিষ্ঠুরভাবে কশাঘাত ও বিদ্রুপ করা হলো।
- তাঁর কাঁধে অতি ভারি ক্রুশ চাপিয়ে দেয়া হলো এবং তাঁকে ক্রুশবহনে বাধ্য করা হলো। অতি কষ্টে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশ বহন করে তিনি কালভেরি পর্বতে গেলেন। তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো। তিন ঘণ্টা তিনি ক্রুশের উপর অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করে শেষ পর্যন্ত ক্রুশে মৃত্যু বরণ করলেন। কিন্তু এই চরম দুঃখভোগ এবং মৃত্যুই কিন্তু তাঁর পরিণাম নয়। আমরা দেখতে পাই তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন। প্রভু যীশু পুনরুত্থিত হয়ে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুকে জয় করে মহিমান্বিত হলেন এবং আমরা সবাই নবজীবন লাভ করলাম।

হিব্রু ২:৯খ-১০: "এটুকু অন্তত দেখছিঃ ... সেই যীশুকে এখন পরানো হয়েছে গৌরব আর মহিমার মুকুট, কেননা তিনি যে ভোগ করেছেন মৃত্যুর যন্ত্রণা। করুণাময় ঈশ্বর তো চেয়েছিলেন, তিনি সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যেই মৃত্যুকে আস্বাদন করবেন। যিনি সমস্ত-কিছুর চরম লক্ষ্য, যাঁর শক্তিতে সমস্ত-কিছুই অস্তিত্ব পায়, সেই পরমেশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন মহিমালোকে আনতেই চাইছিলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা নিশ্চয়ই সমীচীন ছিল যে, তিনি যন্ত্রণাভোগ করিয়েই পরম পূর্ণতায় মণ্ডিত করবেন সেই যীশুকে, যিনি পরিত্রাণের পক্ষে তাদের অগ্রনায়ক।"

অনুধ্যান ঃ আমাদের পাপের জন্য প্রভু যীশু নিদারুণ কষ্টভোগ করলেন, ক্রুশবহন করে কালভেরি পর্বতে উপনীত হলেন, তিন ঘণ্টা অসহনীয় যাতনা ভোগ করে মৃত্যু বরণ করলেন। শত্রুরা মনে করেছিল তারা যীশুকে মেরে ফেলেছে এবং সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তৃতীয় দিনে যীশু মৃত্যকে জয় করলেন এবং পুনরুত্থিত হলেন। যীশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো যে দুঃখ-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ আশা নিয়ে জীবন যাপন করে এবং অনন্ত জীবন বিশ্বাস করে। আমরা যীশুর মতো মরে পুনরুত্থিত না হলেও ব্যক্তিগত জীবনে নানারকম দুঃখ-কষ্ট, ব্যর্থতা, হতাশা-নিরাশার পর আনন্দ, সফলতা ও আশার আলো দেখতে পাই।

মনে রাখি ঃ দুঃখ-কষ্ট এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমরা লাভ করি অনন্ত জীবন। মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে।

শব্দটীকা ঃ অনন্ত জীবন - চিরকালীন জীবন; পুনরুত্থান - মৃত্যু থেকে উত্থিত হওয়া

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব ব্যাখ্যা করুন।**

সারসংক্ষেপ

দুঃখ-কষ্ট ও ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যীশু যেমন পুনরুত্থিত হয়েছেন ও নতুন জীবন লাভ করেছেন, দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে আমরাও লাভ করি নবজীবন ও আশা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি!" যীশু কখন এই উক্তটি করেছিলেন?
   ক) ক্রুশের উপর ঝুলে থাকাকালে খ) কালভেরি পর্বতে গমনকালে
   গ) গেথ্সিমানী বাগানে যন্ত্রণার সময় ঘ) পিলাতের বাড়িতে বিচারকালে।

২. যীশু মৃত্যুর কতদিন পর পুনরুত্থান করেছিলেন?
   ক) দুই খ) তিন
   গ) চার ঘ) পাঁচ।

৩. পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো-
   ক) সকল মানুষ পুনরুত্থিত হবে খ) মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়
   গ) জীবনের পরে আরেক জীবন আছে ঘ) মৃত্যু অবধারিত।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নবম শ্রেণির প্রাণবন্ত, বুদ্ধিমতি মেয়ে মিথিলা। ঈশ্বরের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। বাবা মায়ের অনেক আশা তাকে নিয়ে। পাড়ার কিছু দুষ্ট ছেলে তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করে। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ছেলেগুলো তাকে আজেবাজে কিছু প্রশ্ন করছিল। উত্তর না দিয়ে সে পথ এগুতে থাকে। হঠাৎ করে সে অনুভব করল তার মুখ জ্বলে যাচ্ছে। বুঝতে বাকী থাকলো না মিথিলার মুখ এ্যাসিডে ঝলসে গেছে। তার চোখ দুটি হারালো চিরদিনের জ্যোতি। মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল তার জীবনের সমস্ত আলো। কিন্তু সে দমবার পাত্রী নয়। ঈশ্বরের উপর তার ছিল গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কিছু উদার মানুষের সহযোগিতায় এবং বিশ্বাস ও নিজের মনের জোরে সে অন্ধ স্কুল থেকে বি এ পাশ করলো। বর্তমানে সে একটি অন্ধ স্কুলের শিক্ষক - জীবনযুদ্ধে জয়ী, দৃষ্টিহীনের আলোর দিশারী।

ক) করুণাময় ঈশ্বর কেন চেয়েছিলেন যে, যীশু মৃত্যুকে আস্বাদন করবেন?

খ) "প্রভু যীশু পুনরুত্থিত হয়ে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুকে জয় করে মহিমান্বিত হলেন"- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ) মিথিলা তার জীবনে কীভাবে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করলো- তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) 'ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থার জোরে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব' - পাঠ ও উদ্দীপকের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫: ১. গ ২. খ ৩. খ

উত্তরমালা: ইউনিট-১২

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) ক	২) খ	৩) গ
পাঠ-২	১) ঘ	২) গ	৩) ঘ
পাঠ-৩	১) খ	২) গ	৩) ক
পাঠ-৪	১) ii	২) খ	৩) ক
পাঠ-৫	১) গ	২) খ	৩) খ